জরুরি

সদর দপ্তর
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
আইটি ও যোগাযোগ পরিদপ্তর
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ৮১৮১৬১৮, ফ্যাক্সঃ ৮১৮১২৭৬
ই-মেইলঃ it@coastguard.gov.bd

পৌষ ১৪২৭

৪৪.০৮.২৬৮০.০০৫.১১..২১. জানুয়ারি ২০২১

মহামারী/আপদকাল (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

সূত্রঃ

ক। অধিদপ্তর/সংস্থার বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাটামো ও নির্দেশিকা, ২০২০-২০২১।
খ। কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর পত্র নং ৪৪.০৮.২৬৮.০০৫.১১.০০১.২০.৩০৫ তারিখ ১৬ আগস্ট ২০২০।

১। **গৃহীত পদক্ষেপ/ কার্যক্রম এবং বাস্তবায়নঃ** করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বিদ্যমান জাহাজ/বোট/স্টেশান-আউটপোস্ট সমূহের মাধ্যমে দৈনন্দিন অপারেশান কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় টহল/সাহায্য প্রদান করা হয়। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা মোতাবেক এবং 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় মাঠে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সমন্বয় পূর্বক সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে কোস্ট গার্ড ২৩টি জাহাজ, শতাধিক বোট, ৫৪ টি স্টেশান-আউটপোস্ট ও ০৭টি অস্থায়ী ক্যাম্প (জাটকা নিধন অভিযান উপলক্ষে স্থাপিত) হতে টহল পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড কর্তৃক আওতাধীন এলাকাসমূহে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তন্মধ্যে লকডাউন নিশ্চিতকরণ, সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। এসকল কার্যক্রমসমূহ তদারকির নিমিত্তে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নকরতঃ 'মনিটরিং ও সমন্বয়' সেল সার্বক্ষণিক খোলা রাখা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশান-আউটপোস্টের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গত ১২ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত চোক পয়েন্ট স্থাপনকরতঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধের জন্য ০৩ টি কোস্ট গার্ড জাহাজ (বিসিজিএস স্বাধীন বাংলা, বিসিজিএস তানভীর এবং বিসিজিএস রাঙ্গামাটি) জাহাজ যথাক্রমে চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুর চোক পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি কোস্ট গার্ডের বোট ও ভাড়াকৃত বোট দিয়েও টহল পরিচালনা করা হয়। নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধে কোস্ট গার্ডের চোক পয়েন্টসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

অঞ্চল	রুট	চোক পয়েন্ট
ঢাকা অঞ্চল	চাঁদপুর- মুন্সিগঞ্জ	চাঁদপুর, মোহনপুর, গজারিয়া ও ষাটনল এবং বক্তাবলী ফেরী ঘাট
	চাঁদপুর- মাওয়া	চাঁদপুর ও মাওয়া
	চাঁদপুর- ভোলা	চাঁদপুর ও হাইমচর

https://coastguardbd-my.sharepoint.com/personal/it_coastguard_gov_bd1/documents/it/innovation 2020-2021/ltr_to_moha_for_গৃহীত_কার্যক্রমসমূহ_প্রেরণ.doc

চট্টগ্রাম অঞ্চল	চট্রগ্রাম- পতেঙ্গা	কর্ণফুলী নদীর মোহনা
	কুতুবদিয়া- মাতারবাড়ি	দরবার ঘাট (কুতুবদিয়া)
	কক্সবাজার- মহেশখালী	নুনিয়ার ছড়া (কক্সবাজার)
	টেকনাফ- সেইন্টমার্টিন্স	টেকনাফ স্থলবন্দর
ভোলা অঞ্চল	লক্ষীপুর- দৌলতখান	মজু চৌধুরীর হাট ও ইলিশা ঘাট
মোংলা অঞ্চল	খুলনা- মংলা	মংলা নালা ও বটিয়াঘাটা লঞ্চ ঘাট
	বাগেরহাট- মোড়েলগঞ্জ	মোড়েলগঞ্জ ফেরী ঘাট
	আকরাম পয়েন্ট- নলিয়ান	শান্তা লঞ্চ ঘাট
	গোয়ালখালী- খাসিটানা	আংটিহারা

২। **নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধে কোস্ট গার্ডের চোক পয়েন্টসমূহের মাধ্যমে তল্লাশীকৃত নৌযানসমূহের বিবরণঃ**

ক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১।	রোগী/ রোগীর সহযোগী/ এ্যাম্বুল্যান্স/ মৃত ব্যক্তি বহনকারী নৌযান	৩৪ টি	
২।	মৎস্য আহরণে সমুদ্রে গমন ও প্রত্যাবর্তনকারী নৌযান	৯৪ টি	
৩।	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (কাঁচা বাজার, কৃষি পণ্য, ফলমূল, সবজি, তরমুজ) ইত্যাদি বহনকারী নৌযান	২৬৯ টি	
৪।	কয়লা, ফ্লাই এ্যাশ, সিমেন্ট, তেল, পাথর, ইট ইত্যাদি বহনকারী নৌযান	৯১ টি	
৫।	সাংবাদিক, মন্ত্রণালয়ের সদস্য, সিআইডিসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বহনকারী নৌযান	১০ টি	
৬।	ত্রাণ সামগ্রী বহনকারী নৌযান	-	
৭।	ঔষুধ সরবরাহ কারী, সেবাকর্মী, বিদ্যু কর্মী বহনকারী নৌযান	১৭ টি	
৮।	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জরিমানা করা নৌযান	০১টি	
৯।	মোট তল্লাশীকৃত নৌযান	**১,১৫১ টি**	
১০।	মোট তল্লাশীকৃত নৌযানের যাত্রী	**৪,৬৫২ টি**	

৩। **উপকার ভোগী ও ত্রাণ সহায়তার সংখ্যাঃ** কোস্ট গার্ড কর্তৃক তার দায়িত্বপূর্ণ উপকূলবর্তী (ঢাকা, মংলা, চট্রগ্রাম ও ভোলা) এলাকায় গরীব, দুঃস্থ ও জেলে প্রায় ৫,০০০ পরিবারের মাঝে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৩,০০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

৪। **স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সহায়তাঃ** বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভোলা অঞ্চলের আংটিহারা এলাকায় ভারত হতে আগত নৌযান ও যাত্রীসমূহকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরতঃ দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রবেশের ছাড়পত্র প্রদানে সহায়তা করা হয়।

৫। **কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও এর সমাধানঃ** করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) একটি অদৃশ্য ভাইরাস হওয়ায় এ ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রম অনেকটাই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাই করোনার প্রথম ওয়েভ এর তুলনাই পরবর্তী ওয়েভ আগমনের পূর্বেই আরও অধিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬। **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ** বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদূর্ভাব প্রতিরোধে সরকার ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

https://coastguardbd-my.sharepoint.com/personal/it_coastguard_gov_bd1/documents/it/innovation 2020-2021/ltr_to_moha_for_গৃহীত_কার্যক্রমসমূহ_প্রেরণ.doc

৭। সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।

এম এহসান উল্লাহ খান
ক্যাপ্টেন বিএন
ইনোভেশান অফিসার

সংলগ্নীঃ

১। মহামারী/আপদকাল (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত ছবি------- টি

বিতরণঃ
বহিস্থঃ
কার্যঃ

যুগ্ম সচিব (রাজনৈতিক-১)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃষ্টি আকর্ষণঃ মোঃ ফিরোজ উদ্দিন খলিফা, উপসচিব, আইসিটি সেল (অতিরিক্ত দায়িত্ব), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

অন্তস্থঃ
অবগতিঃ

মহাপরিচালকের সচিবালয় - সদয় অবগতির জন্য।